কবিতা

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী

যারা যারা কবিতা হতে চেয়েছিলো, তাদেরই কয়েকজন

(১)

আমার চেনা চেনা
মনের ভাবে
তোমায় পাশ থেকে
নিয়ে যাচ্ছে- পরিখা, ঝুল আকাশ ।
অপর অপর শব্দ
খসে পড়ল
বাজিয়ে দিল কথা শব্দের মত
তবু আলাপ চলছে, ফুরাচ্ছে না।

এই আমাদের কথার সাগর-
এইখান থেকে তোমায় নিয়েছি।
বানিয়ে দিয়েছি শস্য বাড়ি
তোমায় চাদর করে
আলগা চালে উঠে এসেছে সে
ক্ষত হয়েছে
সৃষ্টি হয়েছে, আর কয়েক ফোঁটা
রয়েছে রুমালে ।

আর এই ধারা, বেড়ে ওঠা
বহমান প্রতিক্রিয়া
দূরের কথা সংজ্ঞাহীন ভাবে মিলছে না।
তবু তোমার পাশেও থাকে,
আবার নিকটহীন সহস্র যোজন,
পথের ধুলো লাগলে পায়ে, ছোঁয়া হচ্ছে না।

ও সবশেষে
কথার পৃষ্ঠে কথা জন্মায়
বুকের মাঝে আস্ত সাপ- ছোবল হয় না।

অরণ্যের রাত্রি,
বিকালঙ্গ শিশুর প্রতিক্রিয়া,
নীল গাইয়ের অস্থি চামড়া,
দোলাচল আকাশ,
আমার নিজের মত করে- খোঁজা হচ্ছে না।

দুয়ার নেচে উঠল,
ভোরের আলোর ছটফটানি,
এক ছুটে বারান্দায়
গভীর ভাবে সূর্য এসে ধাক্কা দেয়।
পথের ধারে বাজার রক্ত
ও আমরা জানি
এভাবে প্রতিটি বাসস্থান
আলগা আলগা বাড়ির মতন
এক একটি সঙ্গবদ্ধতায়।

- এই আলগা আলগা বাড়ি আজকের প্রথম কবিতা। বাস, ট্রাম, ট্রেন, রক্ত, এবং এক একটা দুর্ঘটনার মত এই কবিতা। বিরামহীন, তোমার না ছোঁয়াতে তার কিছু যায় আসে না। আমাদের অবিলতায় একান্ত পদ্মের মত সে ভেসে ওঠে। একটি দুর্ঘটনা, একটি বাস্তু সাপ, এক একটি কবিতা মত প্রকাশ হচ্ছে অমোঘ কথা, সৃষ্টি ছাড়া কথা।

(২)

সৃষ্টির রুমালে ধার নিয়েছে
কয়েকটি স্বয়ংসক্রিয় শব্দ। শব্দের বাসস্থান
আলাদা হয়েছে তার নিজস্ব বাতিঘরে,
এমন শব্দকে সচেতন করো; সচেতন হোক তার দীর্ঘ প্রচারবিমুখ চলা।
গাছের পাশে যে শব্দ থাকে; সে এক অন্য জীবন সাদৃশ-
সে একান্ত আপন, অতঃপর ছন্দদাগ, না ঘুম ভাঙ্গা ভোরের শেষ টুকু
ক্লান্তির জলছবি। সৃষ্টির আগল দিয়ে

ঢেকে রেখেছ তাকে এক একটি উপপাদ্যের মত।

অবশেষে তুমি ভেবেছ
ছড়িয়ে দেবে তাকে, অনর্গল নর্তকীর মত
ঘরের প্রতিটি কোণে তার সিংহ বিক্রম, দৌরাত্ম্যের লোকগাথা।
পরবাসী রুমাল থেকে ভেসে আসা প্রথম রৌদ্র কণা
অবাক, অনিমিখ উপভোগ্য ছড়িয়ে পড়া
সৃষ্টির মতই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

-এই শব্দই এখন কবিতা। আর নিতান্ত সাধারণ হয়ে যাওয়া। এক প্রগাঢ় সম্ভাবনাময় থেকে ঝড়ে পড়া পরাগরেণুর মত। এক জীবন থেকে আরেক জীবনে, ঘরময় ঘুরে বেড়ানো।

(৩)

ধরো লিখব বলে,
বসিয়ে নিলাম তোমায়
বুকের থেকে টেনে নেওয়া আলতো চাদরে
যে টুকু আছে আমার এই চিত্রকথায়
একান্তে ধরে রাখা অনির্বাণ, অস্মিত আদরে,
যুগোপযোগী অমৃত বাণী।
এক নিতান্ত গরল সন্ধ্যায় এই আমি
আর আরও একটি কাহিনী।
অতঃপর কি অসম্ভব জটিলতায়
তোমায় খুঁজছি রুআহা -এই সব লেখায়, এই সব কবিতায়
মাদকতায়, মাদকতায়, অনন্ত অবিলতায়।

স্বাস্থ্যকর তাই, ছড়িয়ে দিয়েছি সকল চড়ুইভাতি
বাড়ি বাড়ি, লোকে লোকে, গা গঞ্জে।
তবে সে সব চড়ুইভাতি
আজ হোক শুকনো ওড়ানো খই।

- সে সব খই, সে সব চড়ুইভাতি হোক তবে কবিতা। ঢেকে রাখুক এক একটি আমাদের অমর চিত্রকথা। রোবায়েত সন্ধ্যায় দ্বীপ জ্বেলেছে বনলতা।

(৪)

জল পড়ে যে বুকে
অনন্ত, তোমার যে অসুখ আজ -
তা সারবে কি করে?
বুকের ভিতর, প্রাচীর কথা, আরও একটি লোকগাথা-
এসব আজ টানছে না, বলছে না -
আর আমিও মিছি মিছি কানামাছি খেলছি না।
অসুখ, অসুখ একটি কথা, বেদনা বয়ে
ছড়িয়ে দিচ্ছে একটি ঘরে
টেবিলের চারপাশে
কিছু ধুলো, আর
কিছু ধুলো হয়ে ওঠার সন্নিবেশে।

- তবে তাই সই, সে সমস্ত ধুলো অসুখ পর্যায় নির্বিশেষে এক একটি কবিতা হয়ে উঠুক, কানামাছি নয়।

(৫)

এরপরেও অস্থির হব - আশ্চর্য হব।
এক সমুদ্রকামী চরাচর মুক্তি দিয়ে অবরুদ্ধ হব।
সকলের নিজস্ব চাওয়ার থেকে মুক্ত হব। এক উচ্ছ্বাসের মধ্যে জেগে থাকার অভিপ্রায় হয়ে- বিস্মৃত হব।
বিস্মৃতির অতল থেকে বীজ হবার প্রক্রিয়া হব।
অপেক্ষা কর ! তার নিজস্ব ছায়া থেকে এক মহীরুহ হব।
অতঃপর তোমার আঙিনায় ছায়া হয়ে প্রতীক্ষা হব।

-এই সকল প্রতীক্ষাই আজ কবিতা গাছ। আর পাতার ফাঁকে আলোর একান্ত ইচ্ছায় এক এক অবশ্যম্ভাবী মহাজীবন।

(৬)

বিষুব রেখার কাছে দাঁড়িয়ে,
যে সমস্ত ভোরে, একান্ত বৈভবে, আশ্বাস দিয়েছিলাম

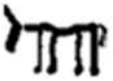

না দেখার স্বভাবে তোমাকেও পেরিয়ে যেতে পারি ;
অতঃপর পেরিয়ে যেতে যেতে নিজেকে পেরিয়ে গেছি।

পেরিয়ে গেছি এক ছায়া সংলাপ ।

- এই সব পেরিয়ে যাওয়া আজন্ম কবিতা। হৃদয় কোরাসে ছুঁয়ে দেখার ব্যভিচারী অভ্যাস।

(৭)

ব্যক্তিগত শোকের কাছে এই কবিতা
সে কবিতা অনন্ত শয়ান মুক্ত, অনাশ্রিত, সমস্ত অর্থ হীন।
শোকের কাছে, সন্তাপের কাছে, ঘর ভর্তি গ্রাসিয়াস গ্রাসিয়াসের কাছে-
এক সচল আয়নার কাছে, ভালোবাসায় লীন।

নিরন্তর শোক কবিতা হতে চায়, হতে চায় তার উপরের আকাশ,
সে সমস্ত আকাশ এক একটি চন্দ্রভাষ,
নির্মোহ, অনিকেত, উদ্বাস্তু ।

বর্ধিষ্ণু দেহে স্বপ্ন ক্ষয়িষ্ণু।

- নির্মোহ হোক আজ সে কবিতা। হোক তার ছায়া সংলাপ। মুঠোভর্তি গ্রাসিয়াসের থেকে বড় কিছু অখন্ড আকাশ।

(৮)

ক্ষেতের পাশে দাঁড়ায় যে সহজ চাঁদ
তাকে উপেক্ষাই, তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কবিতা- নিখাদ।

এই সব চেনা পথে আমদেরও পথ ছিল- একদিন পুরুষেরও আগে
উপেক্ষায় তারা আজ আঁচড় হয়ে গেছে গাছের বাঁকলে।

যদি কোনও সহজ বাউল হেঁটে যায় রোজ
নিয়ত উপেক্ষায় জেগে থাকে শিরিষের ভোর।

- এই সব উপেক্ষাই আজ অন্ধ কবিতা, পথিকের জল বাতাসা জল। তারা বাঁচে মরে অভিশাপে, তোমার আমার পৃথিবীজোড়া অনুতাপে।

Copyright © 2019 Indranil Chakrabarty Published 1st Nov, 2019

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী ২১:১০ এর কবি। পেশায় গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক। প্রকাশিত কবিতার বই দুইটি। প্রথম বই *মন খারাপের পর* । কবিতা, অনুগল্প, অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখার সুত্রপাত। কবিতার লেখার পাশাপাশি ইন্দ্রনীল একজন চলচ্চিত্র অনুরাগী। বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রপ্রেমী। তার নিজের কবিতা? যেটুকু বলা হল কবিতায় তার বাইরে আসল কবিতাটুকু রয়ে গেল।